হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

(৩য় পর্ব)

দিগন্ত বড়ুয়া

২য় পর্বের পর হতে ... ...

হিসাবমিলেনা উত্তর পাইনা ২য় পর্বের পরে ৩য় পর্ব লেখা শুরু করেছি । এর মাঝে বেশ কিছু ইমেইল পাই। মেইলের বিষয় বস্তু প্রায় এক। বেশীর ভাগ ইমেইল দাতা জোর গলায় দাবী করেছেন তারাতারি উত্তর দেবার জন্য । আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোন যোগাযোগ করি না, কোন বিষেশ কারন না হলে । উত্তর গুলোও ভিন্নমতের মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করলাম। আপনাদের মেইলে আমার কিছু কিছু পূর্ববর্তী লেখার ও রেশ মেশানো। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশীর ভাগ মেইলই ছিল আমাকে ও বাংলাদেশর সংখ্যালঘুকে গালাগালি করে। তবে কিছু কিছু মেইল ছিল যুক্তি তর্কে ভরা । সবাইকে ধন্যবাদ। সত্য মেনে নেয়া খুব কষ্টকর। যাদের মনোঃকষ্টের কারন তাদেরকে বলছি, লেখা গুলো আবার পড়ে দেখুন । না বুঝে থাকলে মুক্তমনের কোন বিজ্ঞের কাছে যান । আপনাদেরকে পরিষ্কার বুঝিয়েদিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। কথাগুলো হয়তো আপনাদেরকে আবারো কষ্টদেবে। কিন্তু যে বুঝেনা তাকে বুঝানো খুব কষ্ট। আমি কঠিন কিছু লিখি নাই। আর বেশি কিছুও লিখিনাই। যে সত্য কে সত্য মানতে পারেনা তার বেলায় তো বুঝানোর কথাই আসে না । এই প্যারার সারাংশে একটি কথা বলি, '' একজন মানুষকে বুঝানো যায় যে কোন ভাবে। কিন্তু একজন ইসলামিষ্টকে বোঝানো যায় না কোন ভাবে ''। এটা পরিক্ষীত সত্য।

আমি আগেও বলেছি , আবারো বলছি, কে কোন ধর্ম পালন করছেন তাতে আমার কি? তা আমার বাপের কি ? আপনার পছন্দ মতো আপনি করছেন । আমি আমার মতো করছি। কিন্তু কথা হলো আপনার ধর্মবিশ্বাস যদি আমাকে ক্ষতি করে আমি কি চুপ করে অত্যাচার সহ্য করবো ? নাকি আমাকে সহ্য করতে বলছেন ? কোনটা ? একটা কথা শুনুন, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুইটা দুই জিনিস । একজন মুসলিম যদি তার নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে তাহলে সে অন্যেরা ও অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে তা মানতে বাধ্য। একজন মুসলিম যদি নিজের ধর্মকে বিশ্বাস করে তাহলে সে অন্যের ও যে একটা ধর্ম আছে সে কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য । তাই একজন মুসলিম সে যদি তার নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে থাকে সে অন্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কে মূল্যায়ন করতে বাধ্য। কিন্তু কাজে কারবারে কি প্রমান দিতে পেরেছেন নাকি পারছেন ?

ইমেইল দাতাদের উদ্দেশ্যে বলছি ঃ

ওমা আপনাদের বড্ড লেগেছে আমার লেখায়.....! কেন লেগেছে দেশী ভাইয়েরা আমার.....! আমি কি কোন কথা অ-যৌক্তিক বলেছি ? আল্লার নাম শুনতেই নেংটি খুলে লাফালাফি করতে পারবেন, নিজের ধর্মকে জাহির করতে পারবেন ভালো কথা । অন্যের ও যে একটা ধর্ম আছে সে কথা মানতে পারবেন না তা তো হয় না । জানি আমি আপনাদের কোরানে বি-ধর্মীদের হত্যা করা বিতাড়িত করা লেখা আছে। কিন্তু ইসলাম বলতে শান্তির ধর্ম যখন মানুষকে গাল ভরে বলেন তখন বি-ধর্মীদের অত্যাচার করার কথাটা মনে করে একটু লজ্জাপেতে পারেন না ? নাকি তখন লজ্জাভুলে যান ? তখন বলে উঠতে পারেন না ইসলাম মানে অত্যচার! কি হে ! ভুল বললাম ? একজন মুসলিমের কতরুপ থাকে? একটি ধর্মের কত রঙ্গ থাকে ? আমি বাংলাদেশের মাঠিতে দাড়িয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কথা

বলছি। ভারতে ফিলিস্তিতে কি হচ্ছে তাতো বলছি না ।কোন দেশের মুসলিম কি হচ্ছে তা আমার আলোচনায় ছিল না । আমি যে দেশে নির্যাতিত হচ্ছি সেই দেশের কথাই বলা আমার প্রয়োজন । নাকি ভুল বললাম ? তবুও একটা কথা সারাংশ হিসেবে বলি, ভারত একটি দেশ আর ফিলিস্তনও একই, মানে আলাদা আলাদা দেশ, যেমন বাংলাদেশ। গুলিয়ে ফেলেন কেন সবকিছু ? শুনুন কিছু কিছু মেইল দাতার ইতিহাস জ্ঞান এত যে কম তা বলার আপেক্ষা রাখেনি। দয়া করে ইতিহাস পড়বেন, জানতে পারবেন । আর প্রায় সব বই গুলো আপনাদের মুসলিম ভাইয়েরাই লিখেছেন । তারা কিন্তু শিক্ষিত মুসলিম । যারা এই পৃথিবীতে বাস করে ।
****

হিসাব কেন মিলেনা ? ঃ

শুধু মাত্র কলকাতার পরিসংখ্যান দেখুন। দেখতে পাবেন গত ৩২ বছর আগে কলকাতার মোট জনসংখ্যার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১২%। আজ ৩২ বছর পরে কলকাতার মোট জনসংখ্যার মুসলিমের শতকরা হার ২১% এ গিয়ে ঠেকেছে। কেন জানেন ? শান্তি, নিরাপর্তা দিয়েছে বলে কলকাতার সংখ্যাগুরুরা । আপনারা আপনাদের দেশে কি দিয়েছেন ? কি দিচ্ছেন ? ভেবে দেখুন । আপনারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুকে নিরাপত্তা দিলে আজকের বাংলাদেশের এই অবস্থা কেন ? কলকাতায় বর্ধিত ৯% ভাগ মুসলিম কি বংশ বিস্তার করেছে ? হ্যাঁ। তা মাত্র ৩.৫%।কিছুসংখ্যক কলকাতা বহিমুখী উচ্ছ অর্থবিত্তের সন্ধানে। বাকী ৫.৫% কোথা থেকে আসলো ? এই ৫.৫% এর ১.৫% বাংলাদেশ থেকে গিয়ে হাজির হয়েছে। বাকী ৪% ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে জরো হয়েছেন । এই কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে আমার দেশের এছালামী জোশে মত্ত ভাইদের। (তথ্যসুত্রঃ স্পর্শ, কলকাতা ২০০১)

যারা বম্বে কোন সময় গিয়েছেন, নতুন যাবেন তাদের কে বলবো আবার যান, একবার গিয়ে দেখেন। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যান। বম্বের মুসলিম অধ্যুষিত বাইকুলা, ভেন্ডিবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গিয়ে ভালো করে খোজ নিয়ে দেখেন। দেখবেন বম্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার মোটামুটি একটা অংশ পাবেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ । বাংলাদেশের মানচিত্রটা হাতে নিয়ে চট্টগ্রামটা আপনাদের পেটের দিকে ধরে হাতের বাম থেকে শেষ সিমানা পর্যন্ত ও হাতের বামের কিছু অংশের বর্ডার এলাকার এই লোকজন, তার সাথে কিছু চট্টগ্রাম, ঢাকা,বেশ কিছু সিলেটের মানুষ ও আছে। এই সংখ্যার বিরাট একটা অংশ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে গিয়েছেন ।এরা ভুলেও বাংগালী পরিচয় দেবে না কারো প্রথম দেখাতে। আমি আরো একটা রাস্তা বাতলে দিই, বাংলাদেশ থেকে শত শত ছাত্র ছাত্রী বম্বে পড়তে যায়। তারা বেশীর ভাগ পড়ালেখা করে আই আই টি, জেভিয়ার্স, বম্বে ইউনি, আরো কিছু লোকাল শিক্ষা প্রতিষ্টান ও কিছু সংখ্যক পুনেতে । তাদের কেউ আপনাদের পরিচিত থাকলে বলে দেখুন একটা জরিপ চালাতে আপনাদের পক্ষ হয়ে । এখন কথা হলো তারা কেন ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে ? নিশ্চয় তারা ওখানে শান্তি পাচ্ছে, নিরাপত্তা পাচ্ছে । যেটা বাংলাদেশের মুসলিমরা আমাদেরকে দিতে পারছেন না ।

রাম পন্ডিতের দল ঃ

ভাই বলবেন না বা দোষ দেবেন না যে বাংলাদেশের হিন্দুরা বাংলাদেশে ব্যাবসা করে ভারতে অবৈধ ভাবে টাকা নিয়ে যায় । আপনাদের মোছলমান ভাইয়েরাও বাংলাদেশের টাকা নিয়ে যায় অবৈধ ভাবে । সেটা আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পারবেন ঠেকাতে ? তাহলে কথা আসে কেন বাংলাদেশের সামান্য সংখ্যক মুসলিমরা বম্বে গিয়ে জরো হলো ? যে এলাকা গুলোর নাম বললাম, সেই

এলাকা বম্বের আন্ডার ওয়াল্ড এর বিচরন ক্ষেত্র। সেখানে থেকে নানা পদের কাজ করে বেড়ানো অতি সহজ তাদের জন্য । বড় কথা যেটা বলা দরকার, (১)আপনাদের এই ভাইয়েরা বাংলাদেশ থেকে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে ওখানে ব্যাবসা বানিজ্য করে, আর লাভ হলে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির দুদিরা না কি এক নামের জায়গায় যেখানে ইদানিং কিছু বাঙ্গা-ইন্ডি-পাকি (কি নাম দেবো তাদের খুজে পাচ্ছিনা) গিয়ে একটা ঘর বানায়। যাদের আরো বেশী পয়সা তারা আবুধাবী ও মধ্য প্রাচ্যের আরো কিছু দেশে গিয়ে ব্যবসা শুরু করে। মধ্য প্রাচ্যের আতর জাতীয় ব্যাবসায় বাংলার দেশী ভাইয়েরা একছত্র কারবারী বলতে পারেন । এই লোকগুলো এই টাকা কি বম্বে সরকার থেকে নিয়ে গিয়েছে ? নাকি আপনার দেশ থেকে নিয়েগিয়েছে আশা করি বুঝেনেবেন। তাদের কিছু মানুষ (আমি নাম বলবো না,কারন তাদের সন্ত্রাসী জাল খুব বেশী সুদৃড় পৃথিবীব্যাপী তা না দেখলে বুঝা যাবে না) বাংলাদেশে খন্ডকালীন বিনিয়োগ করে (আপনাদের কথায় যেমনটি করে হিন্দুরা)। এই বিনিয়োগ ও লাভ এক সাথে করে সেই টাকা হয়তো বম্বে, বা পাকিস্তান নয়তো মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যায় । কারন তারা বাংলাদেশে আসা যাওয়ার মধ্যেই থাকে সব সময়।{সুত্রঃ ক্রাইমওয়াচ্ ২০০০} যে কয় জনের নাম বলতে পারছিনা তারা আপনার আমার চোখের সামনে ঘুরেফিরে। চোখ ভালো করে খুলে তাকালে আপনারা ও চিনে যাবেন । (২) বাংলাদেশ থেকে যে সংখ্যালঘুরা ভারতে চলে যায় তারা শুধু যায় আপনারা শান্তির ধর্মবাজ এছালামীদের অত্যচার থেকে বাঁচার জন্য । যারা যায় ও যাচ্ছে তাদের বেশীর ভাগ কিন্তু কোন টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারছেনা। কারন আপনারা তাদের সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য দেন না । অথবা তাদের কাছে যা পাচ্ছেন সব কিছু কেরে রেখে দিচ্ছেন। তবুও তারা চলে যাচ্ছে নিরাপত্তার জন্য। মনে রাখবেন কেউ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া মাতৃভূমি ছাড়ে না । সংখ্যালঘুদের আজকের উদ্দেশ্য নিরাপত্তা খোজা । আমি গত বছর খানেকের বিভিন্ন বাংলা দৈনিকীর উদাহরন দিচ্ছি, মনে করুন ১০০ সংখ্যালঘু পরিবার ভারতে চলে গেল। যাবার সময় কেউ কেউ ভিটা বাড়ী বিক্রি করলো। যারা করলো তারা সবাই ন্যায্য মূল্য পায় না, যা পায় তা নিয়েই চলে গেলো, পক্ষান্তরে সেই ১০০ পরিবার তাদের ভিঠে মাঠি সব আপনাদের দিয়ে গেলো, এখানে লাভটা তো আপনাদের। আপনারাতো চান এই ভাবেই সংখ্যালঘু উচ্ছেদ করতে। কিন্তু অন্য দিকে গভীর ভাবে দেখুন, আপানদের মোছলমান ভাই কোন দেশে স্থায়ী আবাসন নিয়ে গেলে সেও কিছু বেচে কিনে নিয়ে যায়। কোন মানুষ তার নিরাপত্তার জন্য কোন দেশ থেকে চলে গেলে তা বাংলাদেশের টাকা/সম্পদ নিয়ে যাওয়া হবে কেন ? (৩) বাংলাদেশ থেকে কয়জন সংখ্যলঘু প্রথম বিশ্বের দেশে স্থায়ী আবাসন নিয়ে যায় আর কয়জন আপনাদের মোছলমান ভাই চলে যায় প্রতি বছর ? তার হিসাব করে দেখেন । তারা যখন যায় তখন কিন্তু একটা বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে চলে যায়। এটা কি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া নয় ? বৈধ ভাবে কয় টাকা নেয় আর অবৈধ ভাবে কয় টাকা নেয় তা কি জানেন? নাকি হুজুগে বলেদিলেন আর আমি ও মেনে নেবো ভেবেছেন ? নাকি যত দোষ নন্দ ঘোষ। এই প্যারার শেষাংশে বলতে হয় একটি কথা পরিষ্কার করে বিষয়টা বলার জন্য । ইদানিং মাঝে মাঝে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দৈনিকী গুলোতে দেখে থাকেন, কোন কোন জেলায় শান্তির দূত ধরা পড়ার খবর। যারা বিভিন্ন শান্তিবাজ এছালামী গ্রুপ বাংলাদেশে এখনো আন্ডর কাভারে কাজ করে যাচ্ছে।(বাংলাদেশ সরকার কতৃক এখনো অবৈধ বলে) ধরা পরলে বম্বের দাউদ ইব্রাহীমের দ্বারা ফাইনান্স পাচ্ছে বলে দেয়। ঘটনা কি আসলে তাই ? দাউদ ইব্রাহীম বাংলাদেশে এসে কেন এই কর্ম করবে ? আসলে আমার মনে হয় আপনাদেরই দেশী ভাই যারা দাউদের সাথে বিভিন্ন ভাবে জড়িত তারাই এই সমস্থ কর্ম করে যাচ্ছে আপনাদের শান্তির এছালামের জন্য । সুত্রমতে এরকম হলে দেখা যায় আপনার এছালামী জোশে মত্ত ভাই আপনাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেনা আপনারই দেশে, সাথে আমাদেরকেও।

অত্যাচার ও শান্তি ঃ

তো দেখুন, আমরা যে কয়জন সংখ্যলঘু এখনো বেঁচে আছি বাংলাদেশে, আমরা কি চাই বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ? তৃতীয় চতুর্থ শ্রেনীর নাগরিক বানিয়ে রেখেছেন আমাদের , তবুও আমরা রাষ্ট্র থেকে কিছু চাই? হ্যাঁ চাই শুধু নিরাপত্তা ও শান্তি । ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা গাল ভরে কলম ভরে লিখে থাকেন কেউ কেউ। ভারত নিয়ে কেন এত মাথা ব্যাথা আপনাদের ? বাংলাদেশে আপনারা সংখ্যালঘুদের কি করছেন সেটা কেন আপনাদের কলমে আসে না ? এই কি শান্তিবাদী এছালামী কর্ম যজ্ঞ ? ভারতের গোধরায় শান্তিবাদী মুসলিমের দ্বারা সম্ভব হয়েছে ট্রেনে আগুন দেয়া। বাংলাদেশে কি কোন সংখ্যালঘু এই জাতীয় কোন কাজ করেছে? যদি করে তো সেইদিন বাংলাদেশে আর কোন সংখ্যালঘুর নাম নিশানাও রাখবেন না আপনাদের শান্তির এছালাম দিয়ে । ভেবে দেখুন তারপরেও ভারত হজম করছে উদারতা দিয়ে । আমার আগের লেখায় একটা বিষয় বাদ পরেছিল। তা হলো ভারতের মুসলিম জনগন যেখানেই থাকুক না কেন তারা তাদের সন্তানকে স্কুলে দেবার সময় অগ্রাধিকার দেয় উদ্দু ভাষাভাষী স্কুলে দেবার জন্য। এবং দিয়েও থাকে। কথা হলো ভারতে থেকে উদ্দু স্কুলে দেবার কারন কি ? তবুও বহু ভাষী ভারত কি এর কোন তোয়াক্ষা করে ? করে না । অপর দিকে আপনারা বাংলাদেশে আপনাদের এছালামী জোশ আমরা সংখ্যালঘুদের উপর চাপাতে দিন রাত ব্যস্ত । এবার বলুন কে উদার ? আরো একটা বিষয় না বললেই নয়। ভারতের আজকের রাষ্ট্রপতি এক মুসলিম ভদ্রলোক । এবং আমার জানামতে ভারতের হয়ে বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করছেন এমন ৪ জন রাষ্ট্রদূত কাজ করছেন বিভিন্ন দেশে। অপর দিকে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রাষ্ট্রপতি, দূত দুরের কথা, কয়জন সচিব আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ? একবার কেউ কি বলবেন আমাকে ? তবুও আমরা তো চাই না কিছু। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই । পারছেন কি আমাদেরকে শান্তিতে রাখতে ? আপনাদের এছালামী শান্তি আজ দুগন্ধ পঁচা নরকের কিটের মতো ধাবমান সংখ্যালঘুর পেছনে । ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছে তা ভারত সরকার ও তার জনগন বুঝবে, তা নিয়ে আপনাদের কেন মাথা ব্যাথা ? আফগানিস্থানে সুপ্রাচিন বিশালকায় বুদ্ধমুর্তি ভেঙ্গেছেন আপনাদের শান্তিবাদীরা। তো আমরা তো আপনাদেরকে দোষ দিই না কখনো। আমরা শুধু তাদেরকে দোষ দিই, যারা এই কাজ করেছে তাদের। স্বাধীন দেশে বাস করে নিজের অস্তিত্ব চিন্তা করুন । অন্য দেশের কথা তোলা মানে এখনো গা থেকে গোলামীর গন্ধ যে যায় নি তার প্রমান দেন ।

গোলামীর শিকল পায়ে অত্যাচারির অস্তিত্ব ঃ

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের অবদান কি ? আপনারা বৃটিশের দালালী করে ছিলেন। এই গুলো কি এত সহজে ভুলে গেলেন ? কেন ভুললেন ? পৃথিবীর বুকে স্বাধীন দেশের গর্ব করতে সময় একবারও মনে পড়েনা । আপনাদের পূর্ব পুরুষের কৃতকর্ম ? তখন বুকে খচ করে একটু ও বাধে না খেজুর কাঁটার খোঁচার মতো ? আশা করি উত্তর থাকলে জানাবেন কেউ ।

আজকের বাংলাদেশের অবস্তা দৃষ্টে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি । বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জাতির বাইরে যে জাতি সত্তা গুলো এখনো আছে তাদের সম্পর্কে মুসলিম কথিত শিক্ষিত ভদ্রসন্তাদের নাক উঁচু ভাবটা তো আর গোপন নয় । এই দৃষ্টিভঙ্গির হলো (১) উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে - এসব জাতি হচ্ছে বর্বর, এটা খায় ওটা খায়, কি রকম অদ্ভুত চেহারা, কোথায় থাকে ধরনের। (২) অন্য দৃষ্টি ভঙ্গি হলো এদের কিছু বৈচিত্র জিনিষ রক্ষা করা দরকার, কিছু মুখস্ত নাচ গান পোষাক আসাক দিয়ে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষন করা যাবে, ওরা উপজাতি। কি সব ভাষায় কথা বলে, বেশ মজার ভাবভঙ্গি করে, তাই এগুলো ধ্বংস হতে দেয়া ঠিক নয় ধরনের পিঠ চাপড়ানো ভাব। (৩) অন্য দিকে হিন্দুরা দুর্গাপূজা করে, বৌদ্ধরা বৌদ্ধ পূর্নিমা করে খৃষ্টানরা বড়দিন করে , এগুলো দেখে একটু

আনন্দ পাওয়া যায় তাই কেউ কেউ একটু আড়মোরা ভেঙ্গে মাঝে মাঝে কিছু কথা বলে উঠেন । এই তিন রকম ভাব নিয়ে মুসলিম বাংগালীর মধ্যবিত্ত শ্রেনী বেশ গর্ব অনুভব করে , অথচ এই শ্রেনী জানেনা তারা কবে থেকে শিক্ষার মুখ দেখেছে । নিজেদেরকে সভ্য জাতির একজন ভেবে আনন্দ লাভ করতে ভুলে না । আর এই সময় শুরু করে এছালামী জোশ, যা কখনো ধমক দিয়ে কখনো পিটিয়ে আবার কখনো ধূর্ততা দিয়ে কখনো লোক ভোলানো আদর দেখিয়ে নিজেদের আসন আরো পাকা পোক্ত করতে সাহস পায় । অন্যদিকে শত শত বছর এই বাংগালীরা বৃটিশ ও ইউরোপিয়দের কাছে ধিকৃত ছিল। তবুও আজকে বৃটিশ প্রভুর জোয়ালের দগদগে দাগ এখন ও প্রিয় স্মৃতি । ইংরেজরা বাঙ্গালী ও ভারতীয়দের দেখতো সেই দেখার যোগ্যতা আজকের বাংগালী মুসলিম শ্রেনী অর্জন করতে পেরে মহা গর্বিত। এই যোগ্যতা কি অন্য কিছু ? শুধু মাত্র শাসক শ্রেনীতে পদার্পন করা । আর শাসক হয়ে বাংগালী মুসলিম শ্রেনী আরেকটি জাতির উপর চড়াও হয়ে, তাদেরকে ঘৃণা করে, অসন্মান করে, হত্যা, ধর্ষন করে, ঘর ছাড়া করে খুব গর্ব অনুভব করে।

চলমান পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বিশ্বে মুসলিম সমাজ ধিকৃত ও অস্পৃশ্য তাদের কর্মগুনে । এই সেই সমাজ যদি বাংলাদেশে কোন জাতিকে নিজেদের মাঝে বিলিন হবার তোরজোর করে তবে সে হবে এক হাস্য রসপুর্ন কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয় । তাই তাদের দরকার আজকের বিশ্ব সমাজে বের হয়ে এসে নিজেদেরকে বিশ্ব সমাজের সাথে নিজেদের অস্থিত্ব নিয়ে মিশে যাওয়া ও নিজেদের দেশের অন্যান্য জাতি সত্তাকে সে ভাবে টিকিয়ে রাখার সহায়তা করা ।

ছুঁয়ে দেখা গল্প ঃ

সম্বত্তি চাকমা । বাড়ী রাঙ্গামাটি । চট্টগ্রাম শহর থেকে বাসে রাঙ্গামাটি যাবার পথে রাঙ্গামাটি কোর্ট বিল্ডিং এর পরের স্টপ বনরুপা । এই বনরুপায় নেমে ফরেষ্ট কলোনি নির্দেশ অনুকরন করে যেতে থাকলে হাতের বামে একটু ভিতরের এলাকার নাম প্রেমতলী ।প্রেমতলীর হ্রদের পাশে ঢালু এলাকায় বিভিন্ন জাতি গোষ্টির বাস ও উপরের দিকে বাংলাদেশ সরকার কতৃক বানানো ফরেষ্ট কলোনি।মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে একটি রাস্তা মূল সড়কের সাথে সংযুক্ত। এই কলোনিতে কম করে শ'খানেক সরকারী চাকুরে বাস করতো। এই প্রেমতলীতেই সম্বত্তির বাড়ী ছিল। পিতা মনিন্দ্র চাকমা, ঝুম চাষি, এবং বছরের বাকী সময় কাটমিস্ত্রির কাজ করতো । সম্বত্তির বড় ভাই চিক্কু চাকমা রাঙ্গামাটি কলেজে পড়তো তখন। আর সম্বত্তি পড়তো এলাকার এক হাই স্কুলে দশম শ্রেনীতে। সম্বত্তিদের পাড়ায় মোট হাজার খানেক লোকের তো বাস হবেই। তাদের পাড়ায় একটি পরিবার ছিল শিল্পী নন্দীর।তারা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতো দির্ঘ ৩৭ বছর ধরে। শিল্পীর বাবা পান শুপারী বিক্রি করে সংশার চলাতো। প্রেমতলী পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী দুই মেয়ে এই সম্বত্তি ও শিল্পী। সেই সময় জিয়া পার্বত্য অঞ্চলে বাংগালী মুসলিম পুনর্বাসন শুরু করেদিয়েছে । ফরেষ্ট কলোনিতে একটি ছোট্ট মসজিদ ছিল। এই মসজিদে এক ফরেষ্ট চাকুরে আজান ও দিত আবার চাকরীও করতো। তার ২টি বউ। তার ছেলে মেয়ে চুনের ফোটা দিয়ে গুনতে হতো। একপাল ছেলে মেয়ে। তার বাসায় কিছু আর্মির আসা যাওয়া ছিল। এক সময় সম্বত্তি উপর চোখপরে এই আজান দাতার। এক সন্ধ্যায় সম্বত্তির বাবাকে এসে বলে তোর ছেলে সান্তিবাহিনী করে। আমি আর্মিকে বলে দেবো। তারপর সে নানা ভাবে বলত সম্বত্তিকে তার কাছে বিয়ে দেবার জন্য । একদিন আর্মি ও এই আজান দাতা মিলে সম্বত্তিকে ধরে নিয়ে যায়। যাবার মুখে কিছু পাহাড়ী ছেলে মেয়ে প্রতিরোধ করলে তারা পালিয়ে যায়। এই যাত্রায় সম্বত্তি বেঁচে যায়। এজন্য অনেক কোর্ট কাচারি হয়। ফলাফল শুন্য। তার ও কিছু দিন পরে একদিন সম্বত্তির ঘরে ঢুকে পরে আজান দাতা। তখন তার মা বাবা বা ভাই কেউ ছিল না বাড়ীতে। এলাকার মানুষ হৈচৈ বুঝতে পেরে সম্বত্তিকে কোন ভাবে উদ্ধার করে । এবার সপ্তাখানেক পরের ঘটনা। একদিন সম্বত্তি স্কুলে যাবার জন্য হ্রদে স্নান সেরে কাপড় বদলাচ্ছে সকাল বেলা । এমন সময় আজান দাতা আরো কয়েকজন লোক নিয়ে

সম্বত্তির উপর ঝাপিয়ে পড়লো। প্রায় পুরো নগ্ন সম্বত্তি দৌড়ে কোন ভাবে এলাকার কোন একঘরে প্রবেশ করে নিজেকে বাঁচায়। তার পর সম্বত্তিরা যায়গাজমি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে পালায় ।

শিল্পীর উপর চোখ পরে কোন এক ফরেষ্ট চাকুরের। একদিন সেই চাকুরে শিল্পীর বাড়ীতে এসে তার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। শিল্পীর বাবা বলে তুমি তো মুসলিম তোমাকে কি করে মেয়ে বিয়ে দিই? তুমি ভুল করছো, তোমার সম্প্রদায়ে তোমার যোগ্য মেয়ে পাবে। এই কথা চলার ফাঁকে আরো কয়েক জন ফরেষ্টে কাজকরা লোক যায় শিল্পীদের বাড়ীতে। একসময় শিল্পীর বাবা মা কে বেধম পিটায়। তারপর শিল্পীকে টানা হেচড়া করার সময় এলাকার লোকে দেখে ফেললে, সেই লোক গুলো শিল্পীদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুনে পাশাপাশি ৫টি বাড়ী জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

তো ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করে থাকেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি নাকি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম তা আর বুঝতে বাকী রইলো কোথায় ? শান্তির ঘায়ে মানুষ পালিয়ে বাঁচে, জ্বলে পুড়ে মরে।

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক , শান্তিতে থাকুক।

(হাতে সময় পেলে আবারো কিছু গল্প শোনাবো)

সবাইকে ধন্যবাদ
৬/৮/২০০৩